



9640 - চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শর্তাবলি

প্রশ্ন

চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শর্তগুলো ক'কি? দললিসহ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

চামড়ার মজার উপর মাসহে করার জন্য শর্ত চারটি:

প্রথম শর্ত: পবিত্র অবস্থায় মজাদ্বয় পরধান করা। দললি হচ্চে মুগরি বনি শূ'বা (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “মজাদ্বয়কে রেখে দাও; কারণ আমসি দুটো পবিত্র অবস্থায় পরধান করছে।”

দ্বিতীয় শর্ত: মজাদ্বয় সটো চামড়ার হোক কথিবা কাপড়ের হোক পবিত্র হতে হবে। নাপাক মজার উপর মাসহে করা জায়যে নহে। দললি হচ্চে- একদনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে জুতা পায়ের দিয়ে নামায আদায় করছিলেন। নামায আদায়কালে তিনি জুতাজোড়া খুলে ফেলেন এবং জানালেন যে, জব্রাইল (আঃ) তাঁকে অবহতি করছেন যে, জুতাদ্বয়ে নাপাক আছে। [ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরি থেকে হাদিসটি বর্ণনা করছেন। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাপাক জনিসি নিয়ে নামায পড়া নাজায়যে। আর নাপাক জনিসি মাসহে করতে গেলে যটো দিয়ে মাসহে করা হবে সটোতে নাপাক লিগে সটোও নাপাক হয়ে যাবে। তাই সটো নাপাক জনিসিকে পবিত্র করবে না।

তৃতীয় শর্ত: মজাদ্বয় মাসহে করা যায় ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করার ক্ষেত্রে। জানাবাত বা যে কারণে গোসল ফরয হয় সে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে মাসহে করা যায় না। দললি হচ্চে সাফওয়ান বনি আস্‌সালরে (রাঃ) হাদিস: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নরিদশে দিয়েছেন আমরা যখন সফরে থাকি তখন আমরা যনে তনিদনি তনিরাত জানাবাত ব্যতীত আমাদের মজা না খুলি। অর্থাৎ পায়খানা, পেশাব বা ঘুমের কারণে যনে মজা না খুলি।” [মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে সাফওয়ান বনি আস্‌সাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে] এ হাদিসেরে দললি থেকে জানা গেলে ছোট অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মাসহে চলবে; বড় অপবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়।

চতুর্থ শর্ত: শরিয়ত নরিধারতি সময়সীমার মধ্যে মাসহে করতে হবে। সে সময়সীমা মুকীমেরে জন্য একদনি এক রাত। আর মুসাফিরেরে জন্য তনিদনি তনিরাত। দললি হচ্চে আলী বনি আবু তালবে (রাঃ) এর হাদিস তনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকীমেরে জন্য একদিন একরাত ও মুসাফিরেরে জন্য তিনদিন তিনরাত নরিধারণ করছেন; অর্থাৎ মজার উপর মাসহে করার সময়কাল”[সহি মুসলমি] এ সময়কাল শুরু হবো ওযু ভঙগ হওয়ার পর প্রথমবার মাসহে করা থেকে এবং শেষে হবো মুকীমেরে ক্ষতেরে ২৪ ঘণ্টা পর। আর মুসাফিরেরে ক্ষতেরে ৭২ ঘণ্টা পর। যদি আমরা ধরে নহি যো, এক লোক মঙগলবার ফজরেরে সময় ওযু করে ঐ দিনি এশার নামায আদায় করা পর্যন্ত এ ওযুর উপর ছিলি। রাতো ঘুময়িছে। বুধবার ভোরো ফজরেরে নামাযেরে জন্য উঠে ঠকি ভোর পাঁচটায় মজার উপর মাসহে করছে। এক্ষতেরে তার মজা মাসহে করার সময়কাল শুরু হবো বুধবার ভোর পাঁচটা এবং শেষে হবো বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা। যদি ধরা হয় যো, বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটার আগো সো ব্যক্তি মজার উপর মাসহে করছে তাহলে সো ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতার উপর থাকবো ততক্ষণ পর্যন্ত এ ওযু দিয়ে ফজরেরে নামায ও অন্যান্য নামায পড়া তার জন্য জায়যো। কনোনা আলমেদরে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, মাসহে করার সময় পূর্ণ হয়ো গলেও তার ওযু ভঙগবো না। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রতার জন্য কোন সময় নরিধারণ করেননি। তিনি মাসহে করার সময় নরিধারণ করছেন। মাসহে করার সময় পূর্ণ হয়ো গলে আর মাসহে করা যাবো না। কনিতু কডো যদি মাসহে এর সময়কাল পূর্ণ হওয়ার সময় ওযু অবস্থায় থাকো তাহলে তার এ পবিত্রতা অব্যাহত থাকবো; নষ্ট হবো না। কারণ এ পবিত্রতা একটা শরয়ি দললিরে ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়ছে। আর যা শরয়ি দললিরে মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় সোটা অন্য কোন শরয়ি দললি ছাড়া রহতি হবো না। অথচ মজার উপর মাসহে করার সময়কাল পূর্ণ হয়ো গলে ওযু ভঙগো যাওয়ার পক্ষে কোন দললি নহো। যো কোন কিছু এর মূল বধিনেরে উপর অটুট থাকো যতক্ষণ না মূল বধিন দূর হয়ো যাওয়ার পক্ষে কোন দললি পাওয়া যায়।

এগুলো হচ্ছো চামড়ার মজার উপর মাসহে করার শরত। কোন কোন আলমে আরও কিছু শরত উল্লেখ করে থাকেন। তবে, সসেব শরতেরে কোন কোনটি আপত্তিকর।